আলমডাঙ্গার কুমারি ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সরকারি ঘর দেবার নামে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ

স্বামী হারানো বৃদ্ধা নিমরী খাতুন। সে রাস্তায় মাটি ভরাটের কাজ করেই জিবন যাপন করে। ভেঙে পড়া মাটির দেওয়াল ও মরিচা ধরা ফুটো টিনের ঘরেই দীর্ঘদিন বসবাস করে আসছে।

গত ৪ বছর পূর্বে একটি সরকারি ঘর পাবার আশায় তিনি কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সরাপন্ন হয়। ঘর পেয়ে দেবার নামে স্বামী হারা নিমরী খাতুনের নিকট থেকে তার গচ্ছিত ১০ হাজার টাকা নেয় কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু।

মাসের পর কয়েক বছর পার হলেও কাঙ্খিত ঘর জোটেনি নিমরী খাতুনের ভাগ্যে। এমন বক্তব্যের মধ্য দিয়েই কান্নায় ভেঙে পড়ে নিমরী খাতুন।

এমন ঘটনা শুধু নিমরী খাতুনের নয়। আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টুর বিরুদ্ধে সরকারি ঘর দেবার নামে একাধীক ব্যাক্তির নিকট থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ৩/৪ বছর পার হলেও ঘর দেবার নামে টাকা নিলেও ঘর না পেয়ে ভুক্তভোগীরা হতাশায় ভুগছেন।

ঘর না পেয়ে তাদের টাকা ফেরৎ চাইতে গেলেও তাদের বিভিন্ন গালিগালাজ ও হুমকির সম্মূখিন হতে হয় বলেও অভিযোগ তোলেন।

কুমারি ফারাজি পাড়ার বাসিন্দা মোতালেব ফারাজির ছেলে ভ্যান চালক মনিরুল হোসেন। সে পরিবারের উপার্জনের একমাত্র ব্যাক্তি। গত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের পর কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টুর নিকট সরকারি ঘর পাবার আশায় যায়। তার নিকট থেকেও ঘর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ১০ হাজার টাকা নেয়।

ঘর দিতে না পারলেও তার উপার্জিত অর্থ ফেরৎ দেয়নি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু। টাকা চাইতে গেলে বিভিন্ন হুমকি ধামকি প্রদান করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

এছাড়াও একই গ্রামের নেকা খোকার ছেলে আনার হোসেনের নিকট থেকেও ঘর দেবার কথা বলে ১০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের দিনমজুর নবারেক হোসেনের ছেলে নবীর নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা নেয় ঘর দিবে এমন প্রতিশ্রুতিতে।

ভুক্তভোগীদের দাবি-নির্বাচনের ৫ বছর পর আবারো আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। গত ৩/৪ বছর আমরা সরকারি ঘর পায়নি। চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু সরকারি ঘর দেবার নামে আমাদের নিকট থেকে যে ১০ হাজার করে টাকা নিয়েছে সে টাকাও ফেরৎ দিচ্ছে না। জেলা প্রশাসক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

সরকারি ঘর আমাদের ভাগ্যে নেই। আমাদের নিকট থেকে চেয়ারম্যান পিন্টু যে টাকা নিয়েছে সেগুলো উদ্ধার করে দিলে আমরা টিনের ঘর করে বসবাস করতে পারি।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নূর জানান, সরকারি ঘর দেবার নামে কোন অর্থ বাণিজ্য মেনে নেওয়া হবে না। আমাদের নিকট ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করলে আমরা

গাংনীতে পৃথক দুটি স্থানে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের আহত-১০, আটক- ৩

রোববার রাতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাংনীর গাড়াডোব ও বাওট গ্রামে পৃথক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্ততঃ ১০ আহত হয়েছেন। আহতদেরকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গাংনী থানায় পাল্ট পাল্টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, ঘটনা দুটির তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইতোমধ্যে তিনজনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামে খাস জমিতে স্থাপনা নির্মান

নিয়ে আইয়ুব আলী ও আখের আলী পরিবারের মধ্যে এক সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতরা হচ্ছেন- আয়ুব আলী পক্ষের আয়ুব আলী(৫৫) ও তার স্ত্রী জাহানারা (৫০), ছেলে জাহাঙ্গীর (৩০) ও তার স্ত্রী হাসি(২৫) এবং ইমরান (১৮)। আখের আলী পক্ষের আখের আলী(৫৫) ও তার স্ত্রী মুসলিমা(৪০), মিলন(৩০) ও তার স্ত্রী নাহার(২৫), আফাজ উদ্দীনের স্ত্রী ছবিরন(৪০)।

জাহাঙ্গীর জানান, খাস জমিতে তিনি স্থাপনা নির্মান করছিলেন। পরে ওই জমি আখের আলী নিজের দাবী করে একটি ছাপড়া ঘর স্থান করে বাড়ির পথ আটকিয়ে দেন। এনিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

এদিকে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেয়া নিয়ে বর্তমান মেম্বর সাহাবুদ্দীনের সাথে প্রতিবেশী ইকলাছের বাক বিতণ্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়। এরা হচ্ছে-মেম্বর সাহাবুদ্দীন (৫০) ও প্রতিপক্ষ ইকলাছ(৩০) ও তার বাবা মন্টু(৫৫) এবং মা বলুয়ারা(৪৫)। রোববার রাতে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

মেম্বর সাহাবুদ্দীন জানান, ইকলাছ একজন মাদকাসক্ত। সে গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে এবং এলাকার যুব সমাজকে নস্ট করে। আমার কর্মীদেরকে ভোট চাইতে বারণ করে ও নানা প্রকার হুমকী দেয়। বিষয়টি জানার জন্য গেলে ইকলাস ও তার লোকজন হামলা করে তাকে আহত করে। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় লোকজন ইকলাছের পরিবারের উপর হামলা চালায়। এ হামলার ঘটনায় লুটপাটের অভিযোগ করেছে ইকলাছের পরিবার।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, গাড়াডোবে সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে গাংনী থানার এসআই আতিক ৩জনকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করেছেন। তাছাড়া সবাই অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শৈলকুপায় মোটরসাইকেল মহড়ায় নির্মমভাবে নিহত হলো এক শিশু

মোটরসাইকেল মহড়া নির্মম আর নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এক শিশুর। বেপরোয়া মোটরসাইকেলের নীচে পড়ে শিশুটির মুখ-মাথা থেতলিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু ঘটে। স্থানীয়রা দ্রুত রাস্তা থেকে তুলে শিশুটিকে প্রথমে নাগিরহাট পরে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনা ঝিনাইদহের শৈলকুপার লক্ষীপুর গ্রামের।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার একটু আগে চর লক্ষীপুর গ্রামের নজির হোসেন ২০টির বেশী মোটর সাইকেল নিয়ে রাস্তায় মহড়ায় বের হয়। মহড়ার পেছনের দিকের মোটর সাইকেল বহর রাস্তায় শিশুটিকে চাপা দিয়ে দ্রুত সরে পড়ে।
গ্রামের বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শী লিয়াকত জানান, নজিরের মোটরসাইকেল বহরের নীচে চাপা পড়ে শিশুটি। তারা দ্রুত সাইকেল ও লোকজন কে থামাতে বললে আরো গতিতে চালিয়ে সটকে পড়ে স্থানীয়রা জানায়, নজির আগামীতে ইউপি সদস্য পদে লড়বে, তাই এলাকায় গনসংযোগ করছে বহর নিয়ে । নিহত শিশুর নাম আরাফাত(৫)। সে চর লক্ষীপুর গ্রামের চান্নু হোসেনের একমাত্র ছেলে ।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শিশু আরাফাতকে আহত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের লোকজনদের খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর আলম শিশু মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে জানান, এই ঘটনার পর ঘাতক মোটরসাইকেল চালক পলাতক রয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।

শাসক নয় সেবক হিসেবে কাজ করতে

চাই-মিজানুর রহমান রানা

শাসক নয় সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই বলে মন্তব্য করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক ও গাংনী উপজেলাধীন ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের বারবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান মো: মিজানুর রহমান রানা।
আওয়ামীলীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে বুধবার সকালে নেতাকর্মীদের উদ্দ্যোশে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছিলাম শাসক নয়, সেবক হিসেবে কাজ করবো। সেভাবেই কাজ করছি।
তিনি বলেন চাহিদার তুলনায় সরকারী বরাদ্দ অনেক কম। তবুও নিজস্ব অর্থায়নে রাস্তাঘাট সহ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন করেছি। এছাড়া সরকারের সব সুবিধা জনতার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পাশপাশি সব মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি। কাথুলী ইউনিয়নে বয়স্ক ও বিধবাদের প্রতিবন্ধী ভাতা’র পাশাপাশি দারিদ্র্য ও কর্মজীবী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার থেকে বঞ্চিতদের ভাতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০ কেজি চাল বিতরণ কার্যক্রম চলছে।
এছাড়া করোনা দূর্যোগে সরকারের পাশপাশি নিজ অর্থায়নে রাতের আধারে অসহায় দরিদ্রদের বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেয়া হয়েছে। অসুস্থদের জন্য ঔষধ ও আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে।
তিনি আরো বলেন,যদি প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে উন্নয়ন কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে অংশ নেওয়ার জন্য আবারো নৌকার প্রতীকের মনোনয়ন প্রত্যাশী। দলের মনোনয়ন পেলে তিনি জনগণের ভোটে আবারও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে অসমাপ্ত কাজ শেষ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এদিকে গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তপশিল ঘোষনা না হলেও হাট-বাজার, মাঠ-ঘাট, চায়ের আড্ডা, সবখানেই এখন নির্বাচনী আলাচনায় মুখোরিত।
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চায়ের কাপে ঝড় তোলার পাশাপাশি রাস্তা ঘাট সবখানেই চলছে ভোটের চুলচেরা বিশ্লেষন। ফেসবুক সহ যে যার মত করে প্রচার প্রচারনা করছেন প্রার্থীরা। নির্বাচনকে ঘিরে দলীয় মনোনয়ন পেতে আওয়ামীলীগ ও বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা নানা কৌশলে কেন্দ্রীয় নেতা ও স্থানীয় সরকার মনোনয়ন

বোর্ডের সদস্যদের দৃষ্টি কামনা করতে শেষ মুহুর্তে জোর লবিং শুরু করেছে। এছাড়া সর্বত্রই আলোচনা চলছে কে পাচ্ছে আওয়ামীলীগের ও বিএনপির মনোনয়ন। শহরের রাস্তাঘাট, অলিগলি ও পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে চায়ের দোকানেও চলছে ভোটের নানা রকম হিসেব নিকেশ।
তবে এলাকাবাসি মনে করছেন বর্তমান মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক ও গাংনী উপজেলাধীন ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের বারবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান মো: মিজানুর রহমান রানা এ ইউনিয়নের ব্যাপক উন্নয়ন করার পাশাপাশি সকল সেবা জনতার দৌড়গড়ায় পৌছিয়ে দেওয়ার পাশপাশি ভোটার সহ সাধারন মানুষের সাথে গড়ে তুলেছেন মানবতার সেতু বন্ধন তাই তাকে আবারো নৌকার মনোনয়ন দেয়া হলে সকল শ্রেনী পেশার মানুষ একত্রিত ভাবে তাকে বিজয়ী করার লক্ষে কাজ করবে।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহা সড়কের শৈলকুপা অংশের ২৫ কি.মি রাস্তা যান চলাচলের অনুপযোগী

ঝিনাইদহের খুলনা –কুষ্টিয়ার মহাসড়কের শৈলকুপা অংশের ২৫ কি, মি, রাস্তা এখন সাধারণ মানুষের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সড়কের অবস্থা এতটাই চলাচলের অযোগ্য যে তাবলারনা। বিশেষ করে শেখপাড়া থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত সড়কের প্রতি ইঞ্চি তেই খানাখন্দে ভরা। প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন হেলে দুলে চলাচল করছে এই মহাসড়ক দিয়ে ।প্রায় দিনই দূর্ঘটনা সহ প্রানহানির ঘটনাও ঘটছে আবার গাড়ি ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে থাকতেও দেখাযায়।কিছুদিন পর পরসড়কের গর্তগুলো খোয়া দিয়ে মেরামত করা হলেও নেই কোন স্থায়ী পদক্ষেপ। কর্তৃপক্ষের উদাসীন তায় দিন দিন সড়ক টি মৃত্যু পুরিতে পরিণত হচ্ছে।সড়ক টি জুড়ে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় গাড়ী ঠিক মত চলাচল করতে না পারার কারণে রাতে দিনে তীব্র যান জটের সৃষ্টি হচ্ছে।সড়ক জুড়েই শত শত গাড়ীর দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়।
প্রতিদিন ঝিনাইদহ থেকে ইসলামী বিশ^বিদ্যালয়ে যাতায়াত করা শিক্ষক প্রফেসর মোঃ আনোয়ার হোসেন জানান,সড়কটি যাতায়াত করার মত কোন

অবস্থা নেই, জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রতিদিন চলাচল করি। যে কোন সময় বড় ধরণের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে তাছাড়াও প্রতিদিন ক্যাম্পাস থেকে বাড়িতে ফিরেগা-হাত-পা ব্যাথা হয়ে যায়।তবে জন সাধারণের স্বার্থে অতিদ্রুত সড়কটির স্থায়ী সমাধান দরকার।
খুলনা- কুষ্টিয়া রুটে চলাচল কারী শেখ ট্রাভেল সের মালিক ফিরোজুর রহমান বলেন, খুলনা –কুষ্টিয়া মহাসড়কের অধিকাংশ রাস্তাই খারাপ তবে শৈলকুপার শেখ পাড়াটু ঝিনাইদহ পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা খুবই খারা পযার ফলে প্রতিদিনই গাড়ীর কোননা কোন যন্ত্রাংশ মেরামত করালা গছে যার জন্য পরিবহন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ট্রাক চালক মোতাহার হেসেন বলেন, জীবনের ঝুকি নিয়ে এ রাস্তায় চলাচল করি। অনেক সময় গাড়ীর স্টেয়ারিং ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে যাই।যে কোন সময় দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বয়েছে।
সি এনজি চালক শেখ পাড়ার আকমল হোসেন বলেন, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা পর্যনÍ যে ভাড়া মারিতা পরের দিন গাড়ী মেরামত করতে সব টাকা ফুড়িয়ে যায়। আমরা এ রাস্তার সংস্কার সহ স্থায়ী সমাধান চাই।
সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ বলেন,ইতি মধ্যে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়েছে,প্রক্রিয়া শেষে আশা করি এক মাসের মধ্যে কাজ শুরু হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ৪৫ জন করোনা আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গা সদরে আবারও করোনার ধাক্কা। শুক্রবার ঊর্ধ্বগতিতে বেড়েছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। আবারো আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৬ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শুন্য থাকলেও শুক্রবার নতুন করে ৪৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৬৭৬ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ শুক্রবার কোনো নমুনা সংগ্রহ না করলেও ।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ০৫১ জন।এ দিকে ৫৭ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৬ হাজার ২৯৫ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এ সময় ৪৫ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৬৭৬ জনে।এ সময় সুস্থ রোগী না থাকলেও ।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হলেন ৫ হাজার ৮৮২ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ২৩ জন আর বাড়িতে আছেন ৫৬৫ জন। নতুন যে ৪৫ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৩০ জন আলমডাঙ্গায় ৭ জন দামুড়হুদার ৭ জন এবং জীবননগরে ১ জন ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৫ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১২.৭৭ শতাংশ।

দামুডহুদা ও দর্শনা এলাকায় ভারি বর্ষনে পাকা ধান নিয়ে কৃষকের নাজেহাল অবস্থা

গত বৃহস্পতিবার রাতে দামুডহুদা উপজেলা ও দর্শনা এলাকায় প্রবল ও ভারী বৃষ্টি বর্ষণের কারনে নিচু এলাকার জমির পাকা ও আধাপাকা ধান পানিতে ডুবে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। কৃষক আরিফুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম ও কাছেদ মন্ডল জানান গতকালের মত শুক্র ও শনিবার যদি ফের ভারী বর্ষন হয় তাহলে এলাকার কাচা আধাপাকা ও পাকাধান পানিতে তলিয়ে যাবে ।

তার পরেও এলাকায় লেবার সংকট চলছে চরমে, লেবার তো পাওয়া যাচ্ছেইনা তারপর আবার দাম চড়া। খুব কষ্ট করে নিজেরাই তলিয়ে যাওয়া ধান কেটে ডাঙায় তুলছি।

এ বিষয়ে দামুডহুদা উপজেলা কৃষি-কর্মকর্তা মো মনিরুজ্জামান জানান অতি বর্ষনে আমন ক্ষেতে পানি বেধেছে, বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে ধান ফসলের ক্ষতি হতে পারে ।

তিনি জানান এ বছর দর্শনা ও দামুডহুদা উপজেলায় ৭হাজার হেক্টর জমিতে আমনধান চাষ করা হয়েছে । তিনি জানিয়েছেন এ বছর যদি বর্ষনের কারণে ধানের ক্ষতি না হয়, তাহলে গত বছরের চেয়ে এ বছর ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

মুজিবনগরে আয় বৃদ্ধিমূলক উপকরণ ও ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ফরম ফিলাপের টাকা বিতরণ

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর উদ্যোগে গুডনেইবারর্স এর সু- প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি এর আওতায় এলাকার দুস্থ অসহায় মহিলাদের মাঝে আয় বৃদ্ধিমূলক উপকরণ ২৩টি (ছাগল)ও অসহায় ২০ জন জেএসসি পরিক্ষার্থীকে ৮শত এবং ১১ জন এস এস সি পরিক্ষার্থীকে ১৫০০শত টাকা করে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ফরম ফিলাপের জন্য বিতরণ করা হয়েছে।
উপকরণ বিতরণ উপলক্ষে গুডনেইবারস্ বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস চত্তরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।গুডনেইবারস্ এর আইজি অফিসার ঝর্না খাতুনের সঞ্চালনায় গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানাজার লিংকন রায় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: কাজী নজরুল ইসলাম,উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ,
সিডিপি সভাপতি ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস,আনন্দবাস এম এম একাডেমি এর প্রধান শিক্ষক মাহবুবুল হাসান,মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এনামুল হক উপস্হিত ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার তসলিমা খাতুন সহ গুডনেইবাস্ মেহেরপুর সিডিপি এর এর কর্মকর্তা

কর্মচারিবৃন্দ এবং উপকার ভোগী দুস্হ মহিলা ও ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ।

এবার বরিশাল সদর ইউএনওর বিরুদ্ধে ২ মামলার আবেদন

হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় এবার বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুনিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দুই মামলার আবেদন করা হয়েছে।

রোববার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতে বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) প্যানেল মেয়র রফিকুল ইসলাম খোকন এবং একই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মো. বাবুল বাদী হয়ে ওই মামলা দুটির আবেদন করেন।

রফিকুল ইসলাম খোকন এবং মো. বাবুলের করা মামলার আবেদনে ইউএনও মুনিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিসিসির কাজে বাধাদান, বিনা উসকানিতে বিসিসির কর্মচারীদের ওপর গুলিবর্ষণের নির্দেশ প্রদান, হামলা, গুলিতে একাধিক ব্যক্তির অঙ্গহানি এবং ৩০-৪০ জনকে আহত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার আবেদনে ইউএনও ছাড়াও ১৮ আগস্ট রাতে তার বাসভবনে দায়িত্বরত আনসার সদস্যসহ আরও ৪০-৫০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

বাদীর পক্ষে আইনজীবী হিসেবে আদালতে উপস্থিত থাকা বরিশাল আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাইয়ুম খান কায়সার জানান, আবেদনের শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক মাসুম বিল্লাহ সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য রেখেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর জানা যাবে যে মামলাটি গ্রহণ নাকি খারিজ করা হলো।

উল্লেখ্য, বরিশালে পুলিশ ও আনসার সদস্যদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে পাঁচজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুনিবুর রহমানের সরকারি বাসভবনে হামলা কেন্দ্র

করে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সিটি মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহও আঘাতপ্রাপ্ত হন বলে তিনি দাবি করেছেন। আহতদের মধ্যে তিন পুলিশ ও দুই আনসার সদস্য রয়েছেন।

ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই নেতাকর্মীরা নগরীর রূপাতলী ও নথুল্লাবাদ টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করেন। একই সঙ্গে তারা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্ধ করে দেন অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লা রুটের লঞ্চ চলাচল। পরে প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠক শেষে দুপুর ১২টার পর বাস-লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিকে ইউএনওর বাসভবনে হামলার ঘটনায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কয়েকশ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে। উভয় মামলায় বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদিক আব্দুল্লাহকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১৪১

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ১০ জন করোনায় ও পাঁচ জন উপসর্গ নিয়ে মারা যান।
একই সময়ে ৫১১টি নমুনা পরীক্ষায় ১৪১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ২৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

সোমবার করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আব্দুল মোমেন বলেন, ‘করোনায় ও উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড ২৫০-শয্যা জেনারেল হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন। একই সময়ে জেলায় সুস্থ হয়েছেন ১৫৬ জন।’

তিনি জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ২৪১ জন ভর্তি আছেন এবং জেলায়

হোম আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার ৭৭০ জন। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় ১২ জনের মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে ১১ জন করোনায় ও একজন উপসর্গ নিয়ে মারা যান। একই সময়ে ৪৯৯টি নমুনা পরীক্ষায় ১১৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ছিল ২২ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৯৪৯ জন এবং মারা গেছেন ৬৩০ জন।

এদিকে, ১৮তম দিনের মতো জেলায় কঠোর বিধিনিষেধ চলছে। প্রশাসনের নির্দেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেলার শিল্পকারখানাগুলো চালু রয়েছে। কাঁচা বাজারগুলো সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে। জেলার শপিংমল, হোটেল, রেস্তোরাঁ দোকানপাট বন্ধ থাকলেও মানুষ শহরে প্রবেশ করছে। শহরের প্রবেশ পথগুলোতে ব্যরিকেড দিয়ে মানুষের প্রবেশ আটকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।